বিশেষপরিষেবাওনিবন্ধ

সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারতের উচ্চগতির করিডরে প্রবেশ ২০২২ সালে যখন ভারত তার স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তী উদযাপন

Posted On: 11 OCT 2017 1:24PM by PIB Kolkata

জি শ্রীনিবাসন

২০২২ সালে যখন ভারত তার স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তী উদযাপন করবে, তখন ভারতে প্রথম বুলেট ট্রেনের এক দশকের পুরনো স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এনডিএ সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গুজরাটের গান্ধীনগরে ১৪ সেপ্টেম্বর এই লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে। ঐদিন ভারত সফররত জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রী শিনজো আবে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাই এবং দেশের বিখ্যাত শহর আমেদাবাদের মধ্যে ৫০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ দ্রুতগতির রেল প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন।

শ্রী মোদী এই রেল প্রকল্পে গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। আর্থিক বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে এই ধরণের প্রথম প্রকল্প বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেন ‘উচ্চগতির যোগাযোগ,আরও বেশি উৎপাদনশীলতার সমার্থক’। বুলেট ট্রেনের কাছ থেকে দেশের এটাই লাভ হবে। তিনি খুব সঠিকভাবেই বলেছেন যে, এই বুলেট ট্রেন হবে পরিবর্তনের সূচক এবং ‘নতুন ভারতের একপ্রতীক’, যা তাঁর সরকার ২০২২ সালের মধ্যে নির্মাণ করতে চায়।

এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে সারা দেশ জুড়ে যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে একটু প্রেক্ষাপট জেনে নেওয়া যেতে পারে। এই প্রকল্পটি শুরু হলে আগামীদিনে বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং দুর্দান্ত সুযোগ আসবে। জাপান সরকারের আর্থিক ও টেকনিক্যাল সহায়তায় মুম্বাই-আমেদাবাদ দ্রুতগতির রেল প্রকল্প রূপায়ণের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। ২০২২-২৩ সালের মধ্যে এই রেলের সূচনার লক্ষ্যমাত্রা ধরে ন্যাশনাল হাইস্পীড রেল কর্পোরেশন লিমিটেড নামে একটি বিশেষ সংস্থা তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদী ২০২২ সালে দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে এই প্রকল্পটির সূচনায় বিশেষভাবে আগ্রহী। সেইজন্য এই প্রকল্পের সময়সীমা এক বছর এগিয়ে আনা হয়েছে।

যেসব মানুষ এতদিন ইউরোপের শহরগুলিতে এবং চিন ও জাপানে দ্রুতগতির বুলেট ট্রেনের বিষয়ে শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং এই আশ্চর্য যোগাযোগের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের কাছে অনুরূপ অত্যাধুনিক দ্রুতগতির ট্রেন দেশের দুটি প্রধান শহরের মধ্যে চলাচল শুরুকে এক স্বপ্ন পূরণ বলা যেতে পারে। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অনেক বিশ্লেষকই বলেন যে, প্ল্যাটিপ্লাস-এর নাকের মতো দেখতে নীল-সাদা শিঙ্কানসেন (জাপানের বুলেট ট্রেনের নাম) বরফ ঢাকা মাউন্টফুজির পাস দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে এই ছবিটি জাপানের জনপ্রিয় সুশি’র অঙ্গ হয়ে গেছে। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাস থেকেসেদেশে প্রথম বুলেট ট্রেন টোকিও থেকে ও সাকার মধ্যে ৫৮২ কিলোমিটার দূরত্ব মাত্র ৪ঘন্টায় অতিক্রম করে রেকর্ড করেছিল। বর্তমানে অবশ্য, এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সময়কমে হয়েছে ২ ঘন্টা ২২ মিনিট। সারা পৃথিবী জুড়ে শিঙ্কানসেন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধপরবর্তী সময়ে জাপানের অর্থনৈতিক শৌর্যের এক কিংবদন্তীর ছবি হিসাবে উঠে এসেছে। জাপানের বুলেট ট্রেন যেন ঐ দ্বীপপুঞ্জের ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা এবং নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতা এক দুর্ধর্ষ উদাহরণ হিসাবে উঠে এসেছে। এখনও পর্যন্ত জাপানের বুলেটট্রেন কোনও রকম দুর্ঘটনা ছাড়াই ১ হাজার কোটির বেশি যাত্রী পরিবহণ করেছে। এছাড়া, এই ট্রেনগুলির চলাচলে কখনও ১ মিনিটের বেশি গড় বিলম্ব হয়নি।

এটা আশ্চর্য হবার নয় যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী এই ব্যবস্থা যে বিশাল পরিমাণ সম্পদ এবং মূল্য আমাদের অর্থনীতিতে যুক্ত করবে, সে বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী। সেজন্য বুলেট ট্রেনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে শ্রী মোদী বলেছেন,হাইস্পীড করিডরকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতেই দেখতে হবে। তিনি বলেছেন, যেভাবে বিমানবন্দরে পৌঁছতে এবং সেখান থেকে বিমানে চড়ে বিভিন্ন শহরে পৌঁছানোর সময় লাগে, বুলেট ট্রেনের মাধ্যমে তার অর্ধেক সময়ে মানুষ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন। এর মাঝে ট্রাফিক জ্যাম, দূষণ বা রাস্তার দুর্ঘটনার মতো কোনও সমস্যা থাকবেনা। এর ফলে, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যয়জনিত প্রচুর আর্থিক সাশ্রয় হবে।

জাপানের জন্য ভারতে এই প্রকল্পটি অত্যন্ত সম্মানের। কারণ, ভারতের সঙ্গে সেদেশের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের বরাত পাওয়া তাদের কাছে এটি একটি কৌশলগত লাভ এবং ভূ-রাজনৈতিক জয়ের সূচনা করেছে। জাপান ৫০ বছরের দীর্ঘ মেয়াদে ভারত’কে ০.১শতাংশ সুদের হারে ১,২০০ কোটি ডলার ঋণ দিয়ে চিনকে টেক্কা দিয়ে এই প্রকল্পের বরাত লাভ করেছে। এই অর্থ ব্যবহার করে প্রকল্পে আনুমানিক ব্যয়ের ৮০ শতাংশ নির্বাহ করা সম্ভব হবে। জাপান এই প্রকল্পের জন্য অর্থ সাহায্য ছাড়াও টেকনিক্যাল সহায়তা ও কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করবে।

ভারতে বুলেট ট্রেনের এই প্রকল্পকে একটি নতুন প্রেক্ষিত থেকে দেখা দরকার। ১৮৫৩ সালে ভারতের প্রথম ট্রেনটি বোম্বাই থেকে থানের মধ্যে ৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পথপ্রায় ১ ঘন্টায় অতিক্রম করেছিল। বহু দশক এবং এক শতাব্দী পেরিয়ে আসার পর ভারতের ট্রেনের গতি বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে শ্লথগতির অন্যতম বলে ধরা হয়। এদেশে গড়ে প্রতিঘন্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন চলে। এমনকি, দেশের দ্রুততম ট্রেন গতিমান পর্যন্তঘন্টায় সর্বোচ্চ ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতি অর্জনে সক্ষম। যদি কর্তৃপক্ষেরহিসাব-নিকাশ অনুসারে সব ঠিকঠাক চলে, তা হলে প্রস্তাবিত এই দ্রুতগতির ট্রেন বর্তমানেরদ্রুততম ট্রেনটির দ্বিগুণ গতিতে চলবে।

বুলেট ট্রেন প্রকল্পকে যাঁরা অর্থের অপব্যয় বলে সমালোচনা করছেন, তাঁদেরজানা দরকার যে, সড়ক, আকাশ এবং রেলপথে যোগাযোগের বাইরেও উচ্চগতির রেলকে মানুষসুবিধাজনক এবং দ্রুতগতিতে যাতায়াতের অভিজ্ঞতার জন্য গ্রহণ করবে। যে দেশের অর্থনীতিতে বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে বিনিয়োগের পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং জনসুবিধার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রধান কাজটা সরকারকেই করতে হয়, সেখানে ভারতে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য এর থেকে স্বল্প ব্যয়ে আর কিছু হতে পারে না। এক কথায় বলতে গেলে এই দ্রুত গতির রেল প্রকল্প ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রচুর সুবিধা দেবে। তবে, প্রাথমিকপর্যায়ের সমস্যা এবং পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে পরিকল্পনা মাফিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। কাজের মান এবং সময়সীমার বিষয়টিকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

- লেখক : দ্য হিন্দুগোষ্ঠীর প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক এবং বর্তমানে অর্থনৈতিক ইস্যু নিয়ে ফ্রিল্যান্স ভাষ্য রচনা করে থাকেন।
- এই নিবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে লেখকের নিজস্ব। এতে পিআইবি’র মত প্রতিফলিত হয় না।

PG / PB/ SB.....

(Release ID: 1505659) Visitor Counter : 2

Background release reference

২০২২ সালে যখন ভারত তার স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তী উদযাপন